A-4171

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান প্রকল্প

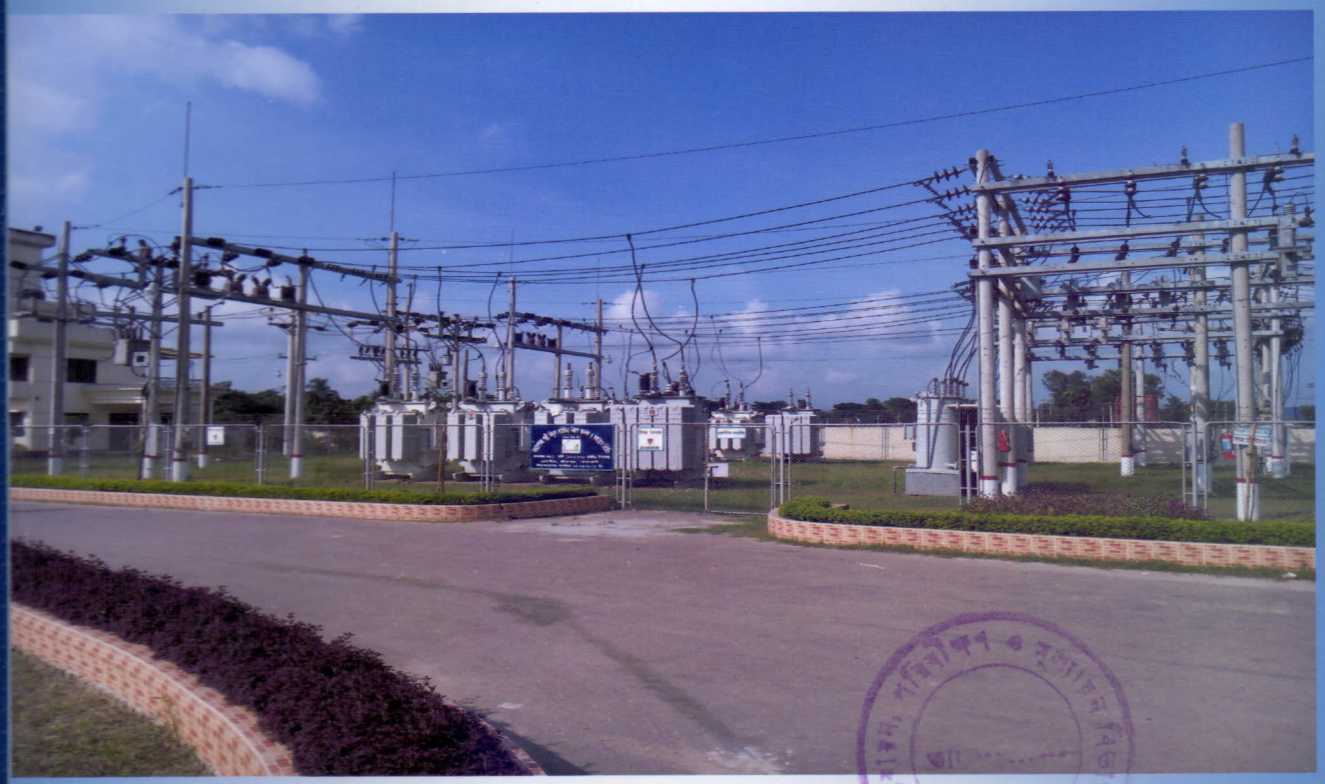

শিল্প ও শক্তি সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমীক্ষক

প্রকৌশলী মোঃকামরুল হাসান

জুন, ২০১৫

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান" প্রকল্পটির ডিপিপি (Development Project Proposal) অনুযায়ী সমগ্র দেশের ৭২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ৬১টি জেলার আওতায় ৪৫৩টি উপজেলাতে ১৮ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যায় ৫৪১৩৩৫.৪৮ লক্ষ টাকা, যার সম্পূর্ণ অংশ জিওবি। প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ শেষ পর্যায়ে।

"পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সাথে তিনটি প্রতিষ্ঠান জড়িত। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ ও বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানসমূহ। তিনটি প্রতিষ্ঠানই আলাদা আলাদা সত্তা, কাজের পরিধিও আলাদা।

প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের প্রধান কাজ সকল প্রকার মালামাল (Goods), কাজ(Works) ও সেবা(Service) ক্রয়, উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ করে, গ্রহকের মিটার বোর্ড পর্যন্ত সার্ভিস ড্রপ প্রদান পূর্বক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহকে হস্তান্তর করা এবং প্রকল্পটির আওতায় সকল উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ ঠিকাদারকে কন্ট্রোলিং ও মনিটরিং করা। এছাড়া বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের কন্ট্রোলিং ও মনিটরিং প্রতিষ্ঠানও।

প্রকল্পটির আওতায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের প্রধান কাজ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত উপকেন্দ্র ও লাইন যৌথ পরিদর্শনের মাধ্যমে বুঝে নেওয়া এবং মিটার স্থাপন করা। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি যৌথ পরিদর্শনের পর উপকেন্দ্র ও লাইন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে।

প্রকল্পটির আওতায় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো উপকেন্দ্র ও লাইন স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা সুপারভাইস, যৌথ পরিদর্শন ও ওয়ার্ক -অর্ডার ক্লোজআউট করা।

IMED এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি যথাঃ টাংগাইল পবিস, গোপালগঞ্জ পবিস, নারায়ণগঞ্জ পবিস, নওগাঁ পবিস, বগুড়া পবিস, রংপুর-১ পবিস, সিলেট-১ পবিস, বরিশাল-২ পবিস, চট্রগ্রাম-১ পবিস, কুমিল্লা-১ পবিস, সাতক্ষীরা পবিস এলাকা থেকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আইএমইডি কর্তৃক ৫জন ও পরামর্শকের ২জন সহ মোট ৭জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করা হয়। সাতটি বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে একটি করে মোট ১১টি পল্লী বিদ্যুৎ

সমিতি হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সরজমিনে পরিদর্শন করা হয় ৭টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (যে সব পবিসে উপকেন্দ্র নির্মাণ রয়েছে)।

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ১০ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ১৪ জন সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের ১১ জন রিটেইনার প্রকৌশলী ও ১০৭৪ জন নতুন আবাসিক গ্রাহকের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সমীক্ষাধীন পবিসের এলাকা পরিচালক বা ইউনিয়ন পরিষদের কমিশনার/মেম্বারের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পটির বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি (এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত) সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে বর্ণিত হলো:

প্রকল্পের আওতায় বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের মোট লক্ষ্যমাত্রা ৪৭৫০০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১১ কেভি নতুন বিতরণ লাইন ৪৫০০০ কিলোমিটার, ৩৩ কেভি নতুন ২০০০ কিলোমিটার ও ৩৩কেভি আপগ্রেডিং ৫০০ কিলোমিটার। এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত ২২০৬২ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মিত হয়েছে যার মধ্যে ৯৩ কিলোমিটার ৩৩ কেভি লাইন আপগ্রেডিং রয়েছে। নির্মিত লাইন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের Standard অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে।

সমিতির প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১১ টি সমিতির নতুন বিতরণ লাইনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৭৫০ কিলোমিটার, এর মধ্যে অর্জন হয়েছে ৩৮৪২.০৮২ কিলোমিটার ও ৭২টি সমিতির নতুন বিতরণ লাইনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৭৫০০ কিলোমিটার, এর মধ্যে অর্জন হয়েছে ২২০৬২ কিলোমিটার এবং ১১ টি সমিতির পূণর্বাসিত/ সম্প্রসারিত বিতরণ লাইনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৫.১৫৯ কিলোমিটার, এর মধ্যে অর্জন হয়েছে ৩৩.৩৭৯ কিলোমিটার ও ৭২টি সমিতির পূণর্বাসিত/ সম্প্রসারিত বিতরণ লাইনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০০ কিলোমিটার, এর মধ্যে অর্জন হয়েছে ৯৩ কিলোমিটার।

প্রকল্পের আওতায় মোট ১০০টি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছিল। এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত ৭২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে মোট ৩৯ টি উপকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে, ৩৬টি নির্মাণাধীন ও ২৫টি প্রক্রিয়াধীন। সমীক্ষাধীন ১১টি পবিসে মোট ৩৩/১১ কেভি ২০টি উপকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। ৬টি নির্মিত হয়েছে, অবশিষ্ট ১৪টি প্রক্রিয়াধীন।

৫০টি পূনর্বাসিত/সংস্কারকৃত উপকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছিল। এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত ৭২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে মোট ৩২টি উপকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে, ১৩টি নির্মাণাধীন ও ৫টি প্রক্রিয়াধীন। সমীক্ষাধীন ১১টি পবিসে মোট ৩৩/১১ কেভি ১১টি উপকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। ৭টি নির্মিত হয়েছে, অবশিষ্ট ৪টি প্রক্রিয়াধীন।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই গ্রাহক সংযোগ। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ৭২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮,০০০০০ জন এবং অর্জন ৫৪৩০১৮ জন এবং সমীক্ষাধীন ১১টি পবিসের মোট নতুন আবাসিক গ্রাহক সংযোগ দেওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫৯৭৬৮ জন এবং অর্জন ১৯৪১৫৯ জন।

DPP অনুযায়ী বিতরণ লাইন নির্মাণের মোট প্যাকেজ রয়েছে ৪০৯টি, এর মধ্যে ২৯৪টি দরপত্র ক্লোজআউট হয়েছে ও ১১৫টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩৩কেভি লাইন নির্মাণের ৮১টি প্যাকেজের ৫৬টি ক্লোজআউট, ২০টি প্রক্রিয়াধীন এবং ৫টি অবশিষ্ট রয়েছে। ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ আপগ্রেডিং ২০টি প্যাকেজের ১০টি ক্লোজআউট হয়েছে, ৯টি প্রক্রিয়াধীন এবং অবশিষ্ট ১টি রয়েছে। ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ১০০টি প্যাকেজের মধ্যে ৩৯টি ক্লোজআউট হয়েছে, ৩৬টি প্রক্রিয়াধীন এবং ২৫টি অবশিষ্ট রয়েছে। ৫০টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের মধ্যে ৩২টি ক্লোজআউট হয়েছে, ১৩টি প্রক্রিয়াধীন এবং ৫টি অবশিষ্ট রয়েছে।

মালামাল ক্রয়, উপকেন্দ্র নির্মাণ, বিতরণ লাইন নির্মাণ, ট্রান্সফরমার উত্তোলন, সার্ভিস ড্রপ প্রদান ও নতুন আবাসিক গ্রাহককে সংযোগ প্রদান একটি চেইন প্রক্রিয়া। একটির সাথে অন্যটির কিছুটা সমন্বয়হীনতা কারণে ৩০% লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে, যদিও ফ্যাসালিটিস তৈরি হয়েছে ৭২%। প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো পুরানো আর প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডও দক্ষ ও ৩৫ বছরের পুরানো প্রতিষ্ঠান।

আইএমইডি সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে ২৫জন করে মোট ২৭৫ জন নতুন সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহকের মতামত সংগ্রহ করার কথা থাকলেও বাস্তবে সমীক্ষাধীন ১১টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ১০৭৪ জন নতুন সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহকের মতামত গ্রহন করা হয়। বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে ১০৭৪ জনের মধ্যে ৮১০ জন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে কোন অসুবিধা হয়নি বলে মতামত প্রদান করেছেন ও ২৬৪ জন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে অসুবিধা হয়ছে বলে মতামত প্রদান করেছেন। ১৯৯ জন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে টাকা পয়সা (নতুন লাইন নির্মাণে ধাপে ধাপে লাইন নির্মাণের জন্য টাকা দিতে হয়েছে) লেগেছে বলে মতামত প্রদান করেছেন ও ১৪৩ জন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে জানিয়েছে। ১৩৬ জন ৩০ দিনের মধ্যে, ২৫৪ জন ১মাসের বেশী, ১৭২জন ২-৬মাসের বেশী এবং ৫১২ জন ৬ মাসের অধিক সময় পর বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে। ১০৭৩ জন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি হতে দ্রুত সেবা পাচ্ছেন বলে মতামত প্রদান করে এবং ১জন দ্রুত সেবা পাচ্ছেন না বলে মতামত প্রদান করেছেন।

৩৩ কেভি সোর্স লাইন ছাড়া উপকেন্দ্র বিদ্যুতায়িত করা/হস্তান্তর করা, উপকেন্দ্র হস্তান্তরের ২/৩ মাসের মধ্যে মাটি ধ্বসে যাওয়ার উপক্রমের বিষয়টি বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের দক্ষতার সাথে মানানসই নহে। ট্রান্সফরমার উত্তোলন, সার্ভিস ড্রপ প্রদান ও গ্রাহকের Wiring না করা ও নতুন মিটার স্থাপনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা স্পষ্ট। আর এই চারটি

কাজের দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিভিন্ন অনিয়ম ও দূর্নীতি করার সুযোগ তৈরী হয়। গ্রাহকেরাও অনিয়ম ও দূর্নীতির কাজে অংশগ্রহনে প্ররচিত হয়।প্রকল্পটিকে আরও গতিশিল করতে সার্ভিস ড্রপ খোলাবাজার থেকে কেনা বা গ্রাহকের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে।গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর কাউন্ট করে ডিজিটাল মিটার স্থাপন করলে সমিতি ও গ্রাহক উভয়ের লাভবান হতে পারে। প্রকল্পটির দীর্ঘসূত্রতা, অনিয়ম ও দূর্নীতি হ্রাস করার লক্ষ্যে গ্রাহক পর্যায়ে সংযোগ প্রদানের কাজ প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।প্রকল্পের অবকাঠামোর আওতায় আরো লক্ষ লক্ষ গ্রাহক নতুন সংযোগের জন্য আবেদন করতে পারে। সেই বিবেচনা করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।প্রকল্প বাস্তবায়ীত হওয়ার পর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন লোকবল নিয়োগের পরিকল্পনার বিষয়টি জানা যায় নাই। বিশেষকরে নতুন বিদ্যুতায়িত উপকেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন লোকবল নিয়োগের পরিকল্পনা/ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ীত করতে পারলে বড় ও জটিল প্রকল্প বাস্তবায়েনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্থার জন্য এটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়ীত হলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গ্রামে বসবাসকারী বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা গেলে নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম আরও গতি পাবে।

অধ্যায়ঃপাঁচ

সুপারিশমালা ও উপসংহার

৫.১। সুপারিশমালাঃ

৫.১.১। গুণগতমান রক্ষা করে সার্ভিস ড্রপ খোলাবাজার থেকে কেনা বা গ্রাহকের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

৫.১.২। সঠিকভাবে জরিমানা আদায় এবং সিস্টেমের মান উন্নয়নে পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপ করা যায় এমন ডিজিটাল মিটার (৩-ফেজ) স্থাপন করলে সমিতি ও গ্রাহক উভয়ের লাভবান হতে পারে।

৫.১.৩। প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক লাইন বন্ধ বা চালুকরণ ও দ্রুত গ্রাহক সেবা দেওয়ার জন্য উপকেন্দ্রে সার্বক্ষণিক দক্ষ লোকবল নিয়োগ করা যেতে পারে।

৫.১.৪। আংশিক অসম্পূর্ণ লাইনের যৌথ পরিদর্শন না করে কাজটি সম্পূর্ণ করে যৌথ পরিদর্শন করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৫.১.৫। ডিপিপি-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১৫, এর মধ্যে অনুমোদিত ব্যয়ে সমাপ্ত হবে না। বিদ্যুৎ বিভাগ/বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অবিলম্বে ডিপিপি সংশোধন এবং মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণে উদ্যোগ নিতে পারে।

৫.১.৬। ডিপিপি সংশোধনের সময় গ্রাহক পর্যায়ে সংযোগ প্রদানের কাজ প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৫.১.৭। মাঠ পর্যায়ে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর খুটি স্থাপনে জমির মালিকদের পক্ষ থেকে বাধা আসে। ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহের জন্য সময় জমির ক্ষতি পূরনের বিষয়টি বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিবেচনা করতে পারে।

৫.১.৮। নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর করার জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের (প্রকল্পটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভা আয়োজন করতে পারে।

৫.১.৯। প্রকল্পের অবকাঠামোর আওতায় আরো লক্ষ লক্ষ গ্রাহক নতুন সংযোগের জন্য আবেদন করতে পারে। সেই বিবেচনা করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.১.১০। ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে স্থাপিত ১১ কেভি ACR/OCR চালু রাখা যেতে পারে।

৫.১.১১। নতুন নির্মিত ৪৭৫০০ কিলোমিটার লাইন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার জন্য লোকবল নিয়োগ করা যেতে পারে।

৫.২। উপসংহারঃ

প্রকল্প এলাকার বিশাল বিস্তৃতি, বিভিন্নি টেন্ডারিং পদ্ধতির বহু সংখ্যক টেন্ডারিং প্যাকেজের মাধ্যমে মালামাল, কাজ ও সেবা ক্রয়ের মাধ্যমে বড় বিনিয়োগের বড় প্রকল্পের বাস্তবায়নের দুরুহ কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহন করেই সন্তোষজনকভাবে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ সম্পাদন করে চলেছেন। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময়মত সম্পন্ন করতে পারলে বড় ও জটিল প্রকল্প বাস্তবায়েনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্থার জন্য এটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।